সহজ বাংলায়

আল-কুরআনের অনুবাদ

দ্বিতীয় খণ্ড

[সূরা আর-রা'দ থেকে সূরা আল-জাসিয়াহ]

পারা ১৩(আংশিক) - ২৫

কয়েকজন খ্যাতিমান ইসলামিক স্কলারের
সমন্বিত উদ্যোগ

সবুজপত্র

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণের জানা প্রয়োজন

গ্রন্থ পরিচিতি ও এর বিন্যাস

সহজ বাংলায় আল-কুরআনুল কারীমের অত্র গ্রন্থখানির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে (১-২৫ পারা) আয়াতের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকা রয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সূরা আহকাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত (শেষ ৫ পারা) অনুবাদ ও টীকা ছাড়াও সংক্ষিপ্ত তাফসীর রয়েছে। কুরআন মাজীদের ১১৪টি সূরার মধ্যে শেষের ৫ পারায় ৬৯টি সূরা রয়েছে। এর মধ্যে মাক্কী সূরাই ৫৪টি। দীন ইসলামের আলোকে ব্যক্তি গঠনের জন্য মাক্কী সূরার তাৎপর্য অধিক। তাই শেষ ৫ পারার সূরাগুলোর সংক্ষিপ্ত তাফসীর লেখা হয়েছে। বিশাল তাফসীর পড়া যারা কঠিন মনে করেন তারাও যাতে তাফসীরের সারকথা জেনে নিতে পারেন, সে উদ্দেশ্যেই সার-সংক্ষেপ রচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়ার তাওফীক দিয়েছেন– এটা আপনার উপর মহান রাব্বুল আলামীনের বিরাট রহমত। সূরা আর-রাহ্মানের প্রথম আয়াতেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "সকল দয়ার অধিকারী যিনি, তিনিই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।" অর্থাৎ, কুরআন শিখতে পারা আল্লাহর সবচেয়ে বড় দয়া।

এ গ্রন্থ পড়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি জরুরি পরামর্শ

১. 'কুরআনের আসল পরিচয়' শিরোনামে শুরুতেই যে লেখাটি আছে তা ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিন। তাহলে কুরআনের সাথে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে যাবে এবং কুরআন বোঝা সহজ হবে।

২. প্রত্যেক সূরার অনুবাদের আগে বাংলায় সূরাটি সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা ভালো করে পড়ে নিন এবং অনুবাদ পড়ার সময় সেসব কথা খেয়ালে রাখুন।

৩. অনুবাদ পড়ার আগে কমপক্ষে এক রুকূ' সুরের সাথে স্পষ্ট উচ্চারণে তিলাওয়াত করলে ভালো হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরেলা আওয়াজে তিলাওয়াত করার তাকিদ দিয়েছেন। নীরবে এক আয়াত করে পড়েই যদি অনুবাদ পড়া হয়, তাহলে তিলাওয়াতের পূর্ণ স্বাদ পাওয়া কঠিন হবে।

৪. তিলাওয়াত শুরু করার আগে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করুন এবং কুরআন বোঝার তাওফীক চেয়ে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে কুরআন বোঝার ও মজা পাওয়ার এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সূরা নির্দেশিকাসহ সূচিপত্র: দ্বিতীয় খণ্ড

[সূরা আর-রা'দ থেকে সূরা আল-জাছিয়াহ]

নং	সূরার নাম		নুযূল	আয়াত	রুকূ'	পারা	পৃষ্ঠা
১৩	আর-রা'দ	اَلرَّعْد	মাদানী	৪৩	৬	১৩	৪১১
১৪	ইবরাহীম	اِبْرٰهِيْم	মাক্কী	৫২	৭	১৩	৪২২
১৫	আল-হিজর	اَلْحِجْر	মাক্কী	৯৯	৬	১৩-১৪	৪৩২
১৬	আল-নাহল	اَلنَّحْل	মাক্কী	১২৮	১২	১৪	৪৪২
১৭	বনী ইসরাঈল	بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْل	মাক্কী	১১১	১২	১৫	৪৬৪
১৮	আল-কাহফ	اَلْكَهْف	মাক্কী	১১০	১২	১৫-১৬	৪৮৬
১৯	মারইয়াম	مَرْيَم	মাক্কী	৯৮	৬	১৬	৫০৬
২০	ত্বা-হা	طٰهٰ	মাক্কী	১৩৫	৮	১৬	৫২১
২১	আল-আম্বিয়া	اَلْاَنْبِيَآء	মাক্কী	১১২	৭	১৭	৫৪২
২২	আল-হাজ্জ	اَلْحَجّ	মাদানী	৭৮	১০	১৭	৫৫৮
২৩	আল-মু'মিনূন	اَلْمُؤْمِنُوْن	মাক্কী	১১৮	৬	১৮	৫৭৪
২৪	আন-নূর	اَلنُّوْر	মাদানী	৬৪	৯	১৮	৫৮৮
২৫	আল-ফুরক্বান	اَلْفُرْقَان	মাক্কী	৭৭	৬	১৮-১৯	৬০৭
২৬	আশ-শু'আরা	اَلشُّعَرَآء	মাক্কী	২২৭	১১	১৯	৬১৯
২৭	আন-নাম্‌ল	اَلنَّمْل	মাক্কী	৯৩	৭	১৯-২০	৬৩৯
২৮	আল-ক্বাসাস	اَلْقَصَص	মাক্কী	৮৮	৯	২০	৬৫৩
২৯	আল-'আনকাবূত	اَلْعَنْكَبُوْت	মাক্কী	৬৯	৭	২০-২১	৬৭১
৩০	আর-রূম	اَلرُّوْم	মাক্কী	৬০	৬	২১	৬৮৪
৩১	লুক্বমান	لُقْمَان	মাক্কী	৩৪	৪	২১	৬৯৯
৩২	আস-সাজদাহ	اَلسَّجْدَة	মাক্কী	৩০	৩	২১	৭০৬
৩৩	আল-আহযাব	اَلْاَحْزَاب	মাদানী	৭৩	৯	২১-২২	৭১১
৩৪	সাবা	سَبَاٍ	মাক্কী	৫৪	৬	২২	৭৩১
৩৫	আল-ফাত্বির	اَلْفَاطِر	মাক্কী	৪৫	৫	২২	৭৪০
৩৬	ইয়া-সীন	يٰسٓ	মাক্কী	৮৩	৫	২২-২৩	৭৪৯
৩৭	আস-সাফফাত	اَلصّٰٓفّٰت	মাক্কী	১৮২	৫	২৩	৭৫৮
৩৮	সোয়াদ	صٓ	মাক্কী	৮৮	৫	২৩	৭৭৩
৩৯	আয-যুমার	اَلزُّمَر	মাক্কী	৭৫	৮	২৩-২৪	৭৮৪
৪০	আল-মু'মিন / গাফির	اَلْمُؤْمِن/ غَافِر	মাক্কী	৮৫	৯	২৪	৭৯৭
৪১	হা-মীম আস-সাজদাহ	حٰمٓ اَلسَّجْدَة	মাক্কী	৫৪	৬	২৪-২৫	৮১২
৪২	আশ-শূরা	اَلشُّوْرٰى	মাক্কী	৫৩	৫	২৫	৮২৪
৪৩	আয-যুখরুফ	اَلزُّخْرُف	মাক্কী	৮৯	৭	২৫	৮৩৭
৪৪	আদ-দুখান	اَلدُّخَان	মাক্কী	৫৯	৩	২৫	৮৫১
৪৫	আল-জাছিয়াহ	اَلْجَاثِيَة	মাক্কী	৩৭	৪	২৫	৮৫৭

১৩. সূরা আর-রা'দ

আয়াত-৪৩, রুকূ'-৬, মাক্কী

নামঃ সূরার ১৩নং আয়াতের রা'দ শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। রা'দ মানে মেঘের গর্জন। কিন্তু এটা সূরার আলোচ্য বিষয় নয়।

নাযিলের সময়ঃ ৪ ও ৬নং রুকূ' সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ সূরাও সূরা আ'রাফ, ইউনুস ও হূদ-এর সমসাময়িক। সূরাটির বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বছর ধরে আল্লাহর পথে যতই ডেকেছেন, বিরোধীরা ততই তাকে অপমান করার চেষ্টা করেছে। সাহাবায়ে কেরাম তাদের হিদায়াতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে চেয়েছিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা কোনো অলৌকিক ঘটনা দ্বারা তাদেরকে হেদায়াত করার ব্যবস্থা করুন।

আল্লাহ্ তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে বোঝালেন, মানুষকে হেদায়াত করার এ নিয়ম তিনি পছন্দ করেন না। মানুষ বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে স্বাধীনভাবে ফায়সালা করুক যে, হেদায়াত কবুল করবে, নাকি গোমরাহ-ই থাকবে।

ইসলামের দুশমনদের হঠকারিতা ও ষড়যন্ত্র এত দিন ধরে আল্লাহ্ সহ্য করছেন বলে মুমিনদের মনে যে প্রশ্ন জেগেছে তার জবাবে বলা হয়েছে, এতে মুমিনদের ঘাবড়ানোর দরকার নেই । এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কবর থেকে মরা মানুষ উঠে এলেও এরা হেদায়াত কবুল করবে না; বরং এর কোনো মনগড়া ব্যাখ্যা দেবে। বিরোধিতার এ পর্যায় থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি মাক্কী যুগের শেষদিকে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়ঃ সূরার মূল কথা প্রথম আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা পেশ করেছেন তা অতি সত্য হওয়া সত্ত্বেও লোকেরা তা মেনে নিচ্ছে না। এটা তাদের মস্ত বড় ভুল। গোটা সূরার এটাই কেন্দ্রীয় বিষয়।

তাদের ভুল ভাঙানোর জন্য বারবার বিভিন্নভাবে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। এগুলোকে বিশ্বাস করার উপকারিতা ও অবিশ্বাস করার ক্ষতি সম্পর্কে স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের পক্ষে যুক্তি পরিবেশন করে একদিকে বিবেক-বুদ্ধিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে, অপরদিকে এসবের প্রতি ঈমান আনার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এক-একটি দলিল-প্রমাণ ও যুক্তি পেশ করার ফাঁকে ফাঁকে নানাভাবে ভয়ও দেখানো হয়েছে, আবার স্নেহের ভাষায় উপদেশও দেয়া হয়েছে।

সূরাটির বিভিন্ন আয়াতে বিরোধীদের কয়েকটি আপত্তির কথা উল্লেখ না করেই জবাব দেয়া হয়েছে। জবাব থেকেই বোঝা যায়, কোন্ আপত্তির জবাব কোন্টি।

১১/১২ বছর অবিরাম দীনের দাওয়াত দিতে দিতে মুমিনগণ ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন এবং জনগণ দাওয়াত কবুল না করায় হতাশ হয়ে যাচ্ছিলেন বলে এই সূরাটিতে মুমিনগণকে সান্ত্বনাও দেয়া হয়েছে।

সূরা [১৩] আর্-রা'দ, মাদানী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-মীম-রা। এটা আল্লাহর কিতাবের আয়াত, যা কিছু আপনার রবের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে তা-ই আসল সত্য। কিন্তু (আপনার কাওমের) বেশির ভাগ লোকই তা মেনে নিচ্ছে না।

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ
اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١

২. তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমরা দেখতে পাও[1] এমন খুঁটি ছাড়াই আসমানকে কায়েম করেছেন। এরপর তিনি আরশে আরোহণ করলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একটি নিয়মের অধীন করে দিলেন। এ গোটা ব্যবস্থায় প্রতিটি জিনিস এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলছে। আল্লাহই এসব কাজের ব্যবস্থাপনা করেন। তিনি নির্দশনগুলো খুলে খুলে বর্ণনা করেন।[2] হয়তো তোমরা তোমাদের রবের সাথে যে দেখা হবে তা বিশ্বাস করবে।

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ
تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ
مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ
لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۝٢

৩. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে পাহাড়ের খুঁটি গেড়ে দিয়েছেন এবং নদী বহায়ে দিয়েছেন। তিনি সব রকমের ফলের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন। যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য এ সবের মধ্যেই বড় বড় নিদর্শন রয়েছে।

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ
وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٣

৪. আর দেখ, পৃথিবী আলাদা আলাদা অংশে ভাগ করা আছে, যা একে অপরের পাশাপাশিই রয়েছে। এতে আঙুরের বাগান আছে, চাষাবাদ

وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ
مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ

---

১. অন্য কথায়, আসমানসমূহ কিসের উপর ভর করে আছে, তা দেখা যায় না। মহাশূন্যে এমন কোনো বস্তু দেখতে পাওয়া যায় না, যা অসংখ্য-অগণিত গ্রহ-তারাকে ধারণ করে আছে। কিন্তু নিশ্চয়ই কোনো শক্তি প্রত্যেককে তার অক্ষে ও কক্ষপথে ধারণ করে আছে এবং এই বিরাট-বিপুল বস্তুসমূহকে পৃথিবীর উপর পড়ে যাওয়া থেকে বা তাদের একের সাথে অপরের ধাক্কা লাগা থেকে ফিরিয়ে রেখেছে।

২. অর্থাৎ, এই বিষয়ের নিদর্শনাবলি যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব সত্যের খবর দিয়েছেন তা বাস্তবিকই সত্য। সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকদিকেই সেসবের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়, এমন নিদর্শনসমূহ রয়েছে। মানুষ যদি চোখ খুলে দেখে তবে পবিত্র কুরআনে যেসব কথার প্রতি বিশ্বাস করার জন্য বলা হয়েছে, জমিন ও আসমানের মধ্যে বিস্তৃত অসংখ্য নিদর্শনসমূহ সেসবের সত্যতার সাক্ষ্য দান করছে।

আছে, খেজুরের গাছ আছে, যার কতক একাধিক কাণ্ডবিশিষ্ট আবার কতক এক কাণ্ডবিশিষ্ট। অথচ, এসবকে একই পানি দিয়ে সেচ করা হয়, কিন্তু মজার দিক দিয়ে কোনোটার চেয়ে কোনোটাকে ভালো বানিয়ে দিই। যারা জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী তাদের জন্য এসবের মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।	وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۙ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٤﴾
৫. এখন যদি তোমরা অবাক হও, তাহলে তাদের এ কথাটি আরো বেশি অবাক হওয়ার বিষয় যে, আমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাব তখন কি আমাদেরকে নতুন করে পয়দা করা হবে? এরা ঐ সব লোক, যারা তাদের রবকে অস্বীকার করেছে[১] এবং এরা ঐ সব লোক, যাদের গলায় শিকল পরানো হয়েছে।[২] এরাই দোযখের অধিবাসী এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।	وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٥﴾
৬. এই লোকেরা ভালোর আগে মন্দের জন্য তাড়াহুড়া করছে।[৩] অথচ, এর আগে (যারা এ রকম করেছে তাদের উপর আল্লাহর আযাবের) শিক্ষামূলক উদাহরণ রয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আপনার রব মানুষের যুলুম সত্ত্বেও তাদেরকে মাফ করে দেন। আবার এটাও সত্য যে, আপনার রব কঠোর শাস্তিও দিয়ে থাকেন।	وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ؕ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾
৭. যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'এ লোকটির উপর তার রবের পক্ষ থেকে কেন কোনো নিদর্শন নাযিল করেনি?' আপনি তো শুধু সতর্ককারী। আর প্রত্যেক কাওমের জন্যই হেদায়াতকারী রয়েছে।	وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾

১. অর্থাৎ, তাদের আখিরাতকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ এবং তাঁর ক্ষমতা ও জ্ঞান-বুদ্ধিকে অস্বীকার করা। তারা শুধু এতটুকুই বলে না যে, মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আবার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব; তা ছাড়া তাদের কথার মধ্যে এ ধারণাও লুকিয়ে আছে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি অক্ষম, নাচার, মূর্খ ও অজ্ঞ। নাউযুবিল্লাহ!

২. গলায় শিকল পরে থাকার অর্থ কয়েদি হওয়ার আলামত। তাদের গলায় শিকল পরে থাকার অর্থ হচ্ছে তারা মূর্খতা, হঠকারিতা, নাফসের পূজা এবং তাদের বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণে বন্দী হয়ে আছে। তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না। তাদের কুসংস্কারাদি তাদেরকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে, তারা আখিরাতকে কিছুতেই স্বীকার করতে পারছে না– যদিও তা স্বীকার করা খুবই যুক্তিপূর্ণ এবং অস্বীকার করা একেবারেই অযৌক্তিক বা যুক্তিবিরোধী।

৩. অর্থাৎ, শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

রুকূ'-২ ৮. আল্লাহ প্রত্যেক গর্ভবতীর পেটে যা আছে তা জানেন। পেটে যা জন্মে তাও তিনি জানেন এবং এতে যা কম-বেশি হয় তাও জানেন। প্রতিটি জিনিসের জন্য তাঁর নিকট একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে।	اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۭ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝٨
৯. গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয়েই তিনি জ্ঞানী। তিনি মহান এবং সব অবস্থায়ই তিনি সবার উপরে আছেন।	عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝٩
১০. তোমাদের মধ্যে কেউ আস্তে কথা বলুক আর জোরে বলুক এবং কেউ রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকুক আর দিনের আলোতে চলাফেরা করুক, তাঁর জন্য সবই সমান।	سَوَاۗءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ۝١٠
১১. প্রতিটি মানুষের সামনে ও পেছনে তাঁর নিয়োজিত পাহারাদার লেগে আছে, যারা আল্লাহর হুকুমে তার দেখাশুনা করে। আসল কথা হলো, আল্লাহ কোনো কাওমের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদের গুণাবলির পরিবর্তন না করে। আর যখন আল্লাহ কোনো কাওমের প্রতি মন্দের ফায়সালা করেন, তখন কেউ তা রোধ করতে পারে না। আল্লাহর বিরুদ্ধে এমন কাওমের কোনো সাহায্যকারী হতে পারে না।	لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۭ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۗءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ۝١١
১২. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তোমাদের সামনে বিদ্যুৎ চমকান, যা দেখে তোমাদের ভয়ও হয়, আবার আশাও জাগে এবং তিনিই পানিভরা মেঘ বানান।	هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝١٢
১৩. মেঘের গর্জন তাঁর প্রশংসাসহ তাঁর তাসবীহ করে।[১] আর ফেরেশতারা আল্লাহর ভয়ে (তাঁর তাসবীহ করে)। তিনি গর্জনকারী বজ্র পাঠান এবং (অনেক সময়) যাদের উপর ইচ্ছা করেন তাদের উপর এমন সময় তা ফেলে দেন, যখন তারা আল্লাহ সম্পর্কে ঝগড়া করতে থাকে। তাঁর কৌশল বড়ই মযবুত।	وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰۗىِٕكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاۗءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ۝١٣

১. অর্থাৎ, মেঘের গর্জন এ সত্য ঘোষণা করে, যে আল্লাহ বাতাস প্রবাহিত করেন, পানিকে বাষ্প বানান, ঘন মেঘ জমা করেন ও বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং এভাবেই পৃথিবীর সকল জীবের জন্য পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন, তিনি নিজের ক্ষমতা ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে পূর্ণ; নিজের গুণাবলিতে